বিয়ের প্রলোভনে দিয়ে ধর্ষণ ও জমি লিখে নেওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বিয়ের প্রলোভন দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ ও ফুসলিয়ে জমি লিখে নেওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে প্রতারক জমির হোসেনের
(৫৫) বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নাটাবাড়ীয়া গ্রামে। আজ বুধবার বিকালে ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বজনরা নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।

ভুক্তভোগী নারী লিখিত বক্তব্যে জানান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নাটাবাড়ীয়া গ্রামের মৃত মনে মন্ডলের ছেলে জমির হোসেন ও তার সহযোগী মৃত ভাগাই মন্ডলের ছেলে কামাল হোসেন (৫০) দীঘদিন যাবৎ আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গত ২৬ জানুয়ারী তারিখে ঝিনাইদহ জজ কোর্টে নিয়ে কাবিন নামায় স্বাক্ষর করার কথা বলিয়া আমার নামের নাটাবাড়ীয়া মৌজার ১৩ শতক জমি জমির হোসেনের নামে লিখিয়া নেয়।

তারপর আমাকে ঢাকায় নিয়ে যেয়ে অজ্ঞাত স্থানে রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক করতে থাকে। পরে আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে বিবাহের কথা বললে আমাকে রেখে কামাল হোসেন সহায়তায় জমির পালিয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন আমার কোন খোজ খবর নেয় না।

তিনি আরও বলেন গত ২০ মে আমি বহু কষ্টে ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে এসে গ্রামে বসবাস করতে থাকি এ অবস্থায় জমির হোসেন ও তার সহযোগী কামাল এর সন্ত্রাসী বাহিনী আমাকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের হুমকী ধামকী দিয়ে আসছে। এমনকি আমি বাড়ী না ছাড়লে আমার ছেলে মেয়েদেরসহ আমাকে জানে মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। বিষযটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য তিনি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন বলেও জানান।

এবিষয়ে তিনি গত ৬ জুলাই ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। থানার দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন কর্মকর্তা বলেন, আমরা একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি বিষটি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

স্থানীয় ভুক্তভোগীর স্বজনরা জানান অতি দরিদ্র পরিবারে মেয়ে

সুফিয়া বেগম এই জমিটুকুই তার সম্বল। প্রতারক জমির হোসেন ফুসলিয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার শেষ সম্বলটুকুও লিখে নিয়েছে। তারা আরও বলেন, এই প্রতারক জমির হোসেন এর আগেও ৫/৬টি বিয়ে করেছে এটা তার এক ধরণের ব্যবসা। বিষয়টি তদন্ত করে জমির হোসেন ও তার সহযোগী কামালকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

দৌলতপুরে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আকাশ (২৩) নামের এক যুবককে, ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে দৌলতপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আকাশ উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কাজীপুর গ্রামের মঞ্জুরুল আলমের ছেলে।

এজাহার সূত্রে জানা যায় ধর্ষণকারী যুবক আকাশ প্রেম ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একই ইউনিয়নের একাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে ধর্ষক আকাশ যখন ঐ ছাত্রীকে একাধিক বার ব্লাকমেইল করে পূনরায় তার অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিল করতে মরিয়া হয়ে উঠে, তখন ঐ ছাত্রী কোন দিশে না পেয়ে তার মাকে বিষয়টি জানায়।

পরে ঐ ছাত্রীর মা পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি অবগত করে দৌলতপুর থানায় উপস্থিত হয়ে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করলে দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসানের সার্বিক দিক নির্দেশনায় মামলার আইও দিঘলকান্দি ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জামাল অভিযান চালিয়ে ধর্ষক আকাশকে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসান জানান, ধর্ষনের অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালিয়ে আকাশ নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে যার মামলা নং (৪০) আসামি আকাশকে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় দুইজনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের।

বুধবার (২১জুলাই) বেলা ১১টায় উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে সোনালী এন্টার প্রাইজে গিয়ে দেখা যায় তিনি ৮শ টাকার ইউরিয়া সার ৯৮০ টাকা দরে এবং ৭৫০ টাকার এমওপি ১১৬০ টাকা দরে বিক্রয় করছেন।

একই বাজারে মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্সে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া ৯৭০ টাকা দরে এবং এমওপি ১১৭০ টাকা দরে বিক্রয় করছেন। সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে উভয় প্রতিষ্ঠান কে ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ মশিউর রহমান, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কায়সারুজ্জামান।

মুজিবনগরে মটরসাইকেলসহ ১১০ বোতল ফেনসিডিল আটক, আসামী পলাতক

মুজিবনগরে থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে মটরসাইকেলসহ ১১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের দিকনির্দেশনা এবং মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের তত্ত্বাবধানে মাদকবিরোধী অভিযানে

এসআই প্রহলাদ রায়, এএসআই দরবেশ সঙ্গীয় ফোর্স উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর বাগোয়ান রোডের দরগা পাড়ার তিন রাস্তার মোড়ে অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ী আনন্দবাস গ্রামের (ফিল্ড পড়ার) জব্বার আলীর ছেলে সুজন আলী (৪৫) মটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ টি ভি এস স্ট্রাইকার মোটরসাইকেল এবং বস্তায় ভরা অবস্থায় ১১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল আটক করে।

মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, পলাতক আসামির নামে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে এবং আসামিকে আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত আছে।

মুজিবনগরে গৃহবধুর মৃত্যু নিয়ে রহস্য। ময়না তদন্ত করতে মরদেহ উদ্ধার

মুজিবনগরে শামীমা খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধুর মৃত্যুকে কেন্দ্র রহস্য সৃষ্টি হওয়ায় মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর

জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে থানা পুলিশ ।

আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শামীমা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামের আব্দুর রশিদ ওরফে ওসি’র স্ত্রী।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার জানান, শামীমা খাতুন আব্দুর রশিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। আগের পক্ষের ২ ছেলে মেয়ে রয়েছে তারা। আব্দুর রশিদের সাথে বিয়ের পর তার এক মেয়ে। আজ সকালের দিকে মারা যাওয়ার পর শামীমা খাতুনের ছেলে আরিফ অভিযোগ করেছিলেন তার মায়ের উপর প্রায় নির্যাতন চালাতো তার স্বামী।

বিষয়টি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় বিকাল ৬ টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিহতের ছেলে আল ইমরান ওরফে আরিফ হোসেন বলেন আমার মা স্ট্রোক করে মারা যেয়ে থাকতে পারেন। আমরা মুজিবনগর থানায় হাজির হয়ে মায়ের মরদেহ চাইলেও পুলিশ দেইনি।

স্থানীয়রা জানান, আহাম্মেদ আলী মাষ্টার মারা যাওয়ার পর শামীমা দুই সন্তান নিয়ে কেদারগঞ্জ গ্রামের আব্দুর রশিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বর্তমানে তাদের ঘরে সামীয়া খাতুন নামের ১৩ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ আব্দুর রশিদের সাথে প্রায়ই তার ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক বেলাল হোসেন বলেন, হাসপাতালে সকাল ১০ টা ৩২ মিনিটের সময় নিয়ে এসেছিল তার স্বজনরা। কিন্তু হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা গেছে সে। যে কারণে তাকে দেখা সম্ভব হয়নি। স্বজনরা মরদেহ নিয়ে চলে গেছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন এই মৃত্যুর ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান চঞ্চলসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চঞ্চলের বিরুদ্ধে মিমাংসার নামে নারীকে শ্লীলতাহানি ও পুলিশ সদস্যকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

মারপিটের ঘটনায় ওই নারী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার পর্যন্ত এ মামলায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মৃত মোজাম আলীর স্ত্রী ছাবিনা খাতুনের সাথে একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে আব্দুল ওহাবের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে।

গত শনিবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল মীমাংসা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদে আসতে বলে। সাবিনা খাতুন তার বোনের ছেলে পুলিশ সদস্য সাব্বিরকে সাথে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যায়।

তাদের যাবার পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের লোকজন ওখানে উপস্থিত থাকে। ফরিদপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য বিপ্লব, ডামোশ গ্রামের মিনারুল ও বেলগাছি গ্রামের শাহিন বিচার করে দেওয়ায় কথা বলে ২০ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে তারা অনিহা প্রকাশ করে। এতে সাবিনা ও পুলিশ সদস্য সাব্বিরের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। চেয়ারম্যানের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে সাবিনা ও সাব্বিরকে রুমে আটকে রেখে মারপিট করে।

এ ঘটনায় পুলিশ সদস্য তার আহত খালাকে সাথে নিয়ে দুপুরে আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। পরবর্তীতে রাতে সাবিনা খাতুন বাদী হয়ে ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, সালিশের নামে মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও পুলিশ সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় ৭ জনের নামে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ

গ্রেফতার হয়নি। অভিযান চলছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে ভারতী চুল উদ্ধার

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২০ কেজি ভারতীয় চুল উদ্ধার করেছেন।

আজ সোমবার (১৮ জুলাই) দুপুর ১ টর সময় উপজেলার সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রামের ঘানি পাড়া এলাকার জনৈক বিল্লাল হোসেনর একটি মেহগনি বাগান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় চোরাইপথে আসা এই ভারতীয় চুল উদ্বার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেলের নেতৃত্বে এসআই উত্তম কুমার, এসআই সজিব, এসআই প্রসেনজিৎ ও এএসআই আলিম সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।

এঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।

মুজিবনগরে সড়কে মাটি ফেলার অপরাধে তিন ড্রাইভারকে জরিমানা

মুজিবনগর-মেহেরপুর প্রধান সড়কে মাটি বহনকারী ট্রাক্টর ট্রলি থেকে সড়কে মাটি ফেলে জনগণের যাতায়াতের সমস্যা সৃষ্টি করায় তিনজন মাটি বহনকারী ট্রাক্টর ড্রাইভারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে সড়কে মাটি ফেলার অপরাধে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইনের ২০১৮ এর ৯২ এর(১) ধারা অনুযায়ী এই জরিমানা করেন।

এসময় উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের কাওসার আলীর ছেলে স্বপন আলী কে ১০ হাজার টাকা, উপজেলার পুরন্তপুর গ্রামের মৃত কারশেদ আলীর ছেলে রবিউল ইসলামকে ১০ হাজার এবং সদর উপজেলা শালিকা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে কামাল হোসেনকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

কুষ্টিয়ায় ফেনসিডিল রাখার দায়ে ২ ভাইয়ের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ৪৩ বোতল ফেনসিডিল রাখার মামলায় বাহাদুর শেখ (২৮) কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই মামলার অপর আসামি বাহাদুরের ছোট ভাই রুবেল শেখ (২৭)কে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সোমবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় দেন। মামলার দুই আসামি পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই রায় ঘোষণা করেন আদালত।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বাহাদুর শেখ দৌলতপুর উপজেলার মুথরাপুর গ্রামের ইমদাদুল শেখ এর ছেলে এবং রুবেল শেখ তারই ছোট ভাই। কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী কারাদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৮ আগষ্ট গোপন

সংবাদের ভিত্তিত্বে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার মুথরাপুর গ্রামের কবরস্থানের পাশের পাকা সড়কের উপর অভিযান চালিয়ে ৪৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেন্সিডিল সহ বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে গ্রেফতার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ । ওই ঘটনায় দৌলতপুর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে ওই দিনই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দৌলতপুর থানায় বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে বাহাদুর এবং রুবেলের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার বিজ্ঞ আদালত আসামী বাহাদুর শেখকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে ৫ বছরের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলা চলাকালিন সময় আসামিদ্বয় জামিনে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যায়। যার কারণে তাদের অনুপস্থিতিতেই আদালত রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকারের যৌথ অভিযান ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)।

সোমবার (১৮ জুলাই) কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এসব ক্ষতিকর কসমেটিকস বিক্রির অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শারমিন নেওয়াজ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তারা জানান, বিএসটিআই কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষতিকর মার্কারি ও হাইড্রোকুইনোনযুক্ত বিভিন্ন ব্রান্ডের রঙ ফর্সাকারী ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম বিক্রয়ের অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের বড় বাজারের বজলু স্টোরকে ৪০ হাজার টাকা এবং জাহাঙ্গীর স্টোর কে ৪০ হাজার জরিমানা করা হয়। একই সাথে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পরিদর্শক জিয়া হায়দারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

সম্প্রতি, ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। খোলাবাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের রং ফর্সাকারী স্কিন ক্রিমের নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআইয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা শেষে ১৭টি স্কিন ক্রিমের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মার্কারি ও হাইড্রোকুইনোনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ফলে এসব ক্রিম উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিডিএস অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রা ১ পিপিএম ও হাইড্রোকুইনোনের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫ পিপিএম থাকার কথা। অথচ ১৭টি ক্রিমেই মার্কারির মাত্রা ৪০ পিপিএম থেকে ২২২ পিপিএম ছাড়িয়েছে। আর আনিজা কসমেটিকসের আনিজা গোল্ড ও বাংলাদেশের নাটোরের গোল্ড কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিজের গোল্ডে হাইড্রোকুইনোন পাওয়া যায় ৮ থেকে ৩০ পিপিএম। নুর গোল্ড কসমেটিকস, পাকিস্তানের নুর হারবাল বিউটি ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২২২ দশমিক ২১ পিপিএম। লাওয়া ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানের পাস্ক ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২১৯ দশমিক১৩ পিপিএম।